দৈনিক ইত্তেফাক 145 তারিখ 2 1 Dec. 199[illegible]
পৃঃ [illegible] কলাম [illegible]

ছাত্রীর সহিত শিক্ষকের অশোভন আচরণের অভিযোগ ॥ ক্যাম্পাসে উত্তেজনা

আনোয়ার আলদীন ॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকপ্রশাসন বিভাগের একজন ছাত্রীর সহিত আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক এম, শাহীদুজ্জামানের 'অশোভন' আচরণের অভিযোগকে কেন্দ্র করিয়া ক্যাম্পাসে মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হইয়াছে। উক্ত ছাত্রীর অভিযোগের প্রেক্ষিতে গঠিত তদন্ত কমিটির প্রাথমিক রিপোর্টের ভিত্তিতে ঐ শিক্ষককে চাকুরী হইতে গত বৃহস্পতিবার সাময়িকভাবে

(১৫শ পৃষ্ঠায় ৮-এর কঃ দ্রঃ)

ছাত্রীর সহিত

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

বরখাস্ত করা হইয়াছে। তদন্ত কমিটির চূড়ান্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে তাহার এই বরখাস্তাদেশ পুনর্মূল্যায়ন করা হইবে। তদন্ত কমিটির নিকট ইতিমধ্যে অভিযুক্ত শিক্ষক এম, শাহীদুজ্জামান তাহার বক্তব্য পেশ করিয়াছেন। তবে লিখিতভাবে অভিযোগকারী উক্ত ছাত্রী এবং তাহার মা'কে তদন্ত কমিটির সম্মুখে হাজির হইবার জন্য বার বার তাগাদা দেওয়া সত্ত্বেও তাহারা হাজির হইতেছেন না। ফলে তদন্তের গতি মন্থর হইয়া পড়িয়াছে। তদন্ত কমিটি সূত্রে জানা যায়, অভিযোগকারী ছাত্র ও তাহার মা আগামী ২ সপ্তাহের মধ্যে তদন্ত কমিটির সম্মুখে হাজির না হইলে কমিটি তাহাদের বাসায় গিয়া হাজির হইবে।

এদিকে এই 'অশোভন' আচরণের অভিযোগকে দুইটি বামপন্থী ছাত্র সংগঠন অতিরঞ্জিত করিয়া 'ধর্ষণ' হিসাবে অপপ্রচারের মাধ্যমে ক্যাম্পাসে উত্তেজনা সৃষ্টির চেষ্টা চালাইতেছে বলিয়া জানা গিয়াছে। তাহাদের সংগঠনের কর্মীদেরকে দিয়া 'যৌন নিপীড়ন বিরোধী ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ' এই ব্যানারে এখন ক্যাম্পাসে ও ভিসির অফিসের সম্মুখে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হইতেছে।

গতকাল অনুষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পরিবেশ পরিষদের এক বৈঠকে ক্যাম্পাসে ক্রিয়াশীল সকল ছাত্র সংগঠন তাহাদের কর্মকান্ডের নিন্দা জ্ঞাপন করে।

জানা যায়, লোক প্রশাসন বিভাগের মাস্টার্সের ঐ ছাত্রী এবং তাহার মা গত ৩০শে নভেম্বর ভিসি প্রফেসর এ, কে আজাদ চৌধুরীর নিকট লিখিতভাবে অভিযোগ করেন যে, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের শিক্ষক শাহীদুজ্জামান বিবাহের কথা বলিয়া ছাত্রীর সহিত অশোভন আচরণ করিয়াছেন। ভিসি জানান, ঐ ছাত্রীটি তাহার নিকট স্বীকার করিয়াছে যে, উক্ত শিক্ষক ও তাহার মধ্যে বিবাহের কথাবার্তা চূড়ান্ত হইয়াছিল। ছাত্রীটি শিক্ষকের সহিত আশুলিয়াসহ বিভিন্নস্থানে ডেটিং এবং লং ড্রাইভে গিয়াছে। প্রতি রাতে তাহাদের মধ্যে ঘন্টার পর ঘন্টা টেলিফোন প্রেমালাপ চলিত। ছাত্রীটি শিক্ষকের অফিসকক্ষে একান্ত প্রহরও কাটাইয়াছে। জানা যায়, এই ছাত্রীটি তালাকপ্রাপ্তা এবং ৩ বৎসর বয়সী একটি পুত্র সন্তানের জননী। আর শাহীদুজ্জামান দুইবার বিবাহ করিয়াছেন এবং তালাক দিয়া বিচ্ছেদও ঘটাইয়াছেন।

তদন্ত কমিটি সূত্রে জানা যায়, অধ্যাপক শাহীদুজ্জামান কমিটির নিকট অনুরূপ জবানবন্দি দিয়াছেন। জবানবন্দিতে তিনি ছাত্রীটির সহিত তাহার সম্পর্কের বর্ণনা দিতে গিয়া বলিয়াছেন, একজন নিকট আত্মীয়ের মাধ্যমে তাহার সহিত উক্ত ছাত্রীর পরিচয়। শাহীদুজ্জামান ছাত্রীটিকে তৃতীয় স্ত্রী হিসাবে ঘরে তুলিতে চাহিয়াছিলেন। দুই পরিবারের মধ্যে বিবাহের কথা-বার্তা পাকাপাকি করা হয়। ইতিমধ্যে বিপত্তি বাধায় ছাত্রীর পূর্ব স্বামীর সন্তানটি। শাহীদুজ্জামান বলিয়াছিলেন, তাহার ঘর করিতে হইলে ঐ সন্তানটিকে রাখিয়া আসিতে হইবে। ছাত্রী রাজী হয় নাই। ফলে ইহা নিয়া শিক্ষক-ছাত্রীর বাকবিতন্ডা, মনোমালিন্য হয়। পরে ছাত্রীটি তাহার মা-সহ ৩০শে নভেম্বর সন্ধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাবে আসিয়া ঐ শিক্ষকের সহিত ঝগড়া করিতে থাকিলে অর্থনীতি বিভাগের একজন শিক্ষিকা ছাত্রীকে ভিসির নিকট আনেন এবং সে লিখিতভাবে জানায় যে, শাহীদুজ্জামান তাহার সহিত অশোভন আচরণ করিয়াছেন। কি ধরনের 'অশোভন' আচরণ তাহা জানিতে চাহিলে সে জানায়, শিক্ষক তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়াছিলেন।

গতকাল শাহীদুজ্জামানের সহিত যোগাযোগ করা হইলে তিনি জানান, আমার আইনজীবীর নিষেধ রহিয়াছে পত্রিকাকে কিছু বলা। তবে তিনি ঐ ছাত্রীর বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করার উদ্যোগ নিতেছেন বলিয়া জানা যায়।

পরিবেশ পরিষদের উৎকণ্ঠা

গতকাল (মঙ্গলবার) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ পরিষদের এক সভায় বলা হইয়াছে ঃ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের একজন শিক্ষকের বিরুদ্ধে জনৈক ছাত্রীর অভিযোগের ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া ক্যাম্পাসের পরিস্থিতি অশান্ত করিতে বিশ্ববিদ্যালয় বহির্ভূত কিছু ব্যক্তি ও সংগঠন অনাকাঙ্ক্ষিত ভূমিকা পালন করিতেছে। ঘটনা সম্পর্কে সুষ্ঠু তদন্ত হওয়ার পূর্বে পরিস্থিতি ঘোলাটে করিয়া শিক্ষক বা ছাত্র/ছাত্রীর চরিত্র হনন করা আদৌ সমীচীন নহে।

বাসস জানায়, বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, যৌন হয়রানি সংক্রান্ত যে কোন অভিযোগ তদন্ত কমিটির সদস্য-সচিব বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার বরাবর লিখিতভাবে জানাইতে হইবে। বৈঠকে আরও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, তদন্ত কমিটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত যে কোন অভিযোগ তাৎক্ষণিকভাবে অনুসন্ধান করিয়া দেখিবে।

ভিসি ডঃ একে আজাদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে এই বৈঠকে ছাত্রলীগের (বা-অ) অজয় কর খোকন, সাজ্জাদ হোসেন, ছাত্রদলের মঞ্জুর এলাহী, মোশাররফ হোসেন, মনির হোসেন, ছাত্রলীগের (চু-ক) করিম সিকদার, ছাত্রমৈত্রীর জিয়াউল হক জিয়া ও ছাত্র ইউনিয়নের মঞ্জুরে খোদা টরিক প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। প্রক্টর অধ্যাপক ডঃ একে এম নূর-উন নবী, সহকারী প্রক্টর মিসেস ফাতেমা বেগম উপস্থিত ছিলেন।